দৈনিক
ভোরের কাগজ

তারিখ 09 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

BANGLADESH

'হিজবুত তাহেরী ও ছাত্রমুক্তি' ঢাবি ক্যাম্পাসে সশস্ত্র মহড়া দিচ্ছে

শিক্ষকদের হত্যার হুমকিতে আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার ॥ 'হিজবুত তাহেরী' ও 'বাংলাদেশ ছাত্রমুক্তি' মৌলবাদী জঙ্গী ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সশস্ত্র মহড়া দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষাবৃন্দ। বুধবার কনফারেন্স হলে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা আরও বলেন, সম্প্রতি এক ছাত্রীকে শনাক্তকরণের জন্য মুখের কাপড় খুলে ক্লাস করানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই জঙ্গী সংগঠনের ছাত্রনেতারা দুই শিক্ষককে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে। এতে করে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। আর ধর্মের নামে রাজনৈতিক প্রলেপ লাগিয়ে তিনটি মৌলবাদী পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করে এদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাঁরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা দাবি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষা প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক ড. এম অহিদুজ্জামান আরও বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর ড. হোসেনে আরা, ড. সালমা আক্তার, ড. পরিমল কুমার সাহা, ড. জালালউদ্দিন, ড. আবুল আউয়াল খান, ড. হোসনে মনসুর, সালাউদ্দিন, নূরুল ইসলাম, ড. হেদায়েত হোসেন, ড. আব্দুল মালেক, সহযোগী অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা অহিদ, ড. এমএ

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

'হিজবুত তাহেরী' (প্রথম পাতার পর)

হালিম ও ড. এম হাফিজুর রহমান,।

লিখিত বক্তব্যে ড. এম অহিদুজ্জামান বলেন, ক্লাসে শুধু ছাত্রছাত্রীদের শনাক্তকরণের প্রসঙ্গ টেনে ও তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের সুবিধার জন্য আইইআর ১৩ ব্যাচের এক ছাত্রীকে মুখে কাপড়টি (নেকাব) মুখের উপর থেকে একটু সরিয়ে ক্লাসে আসতে বলি। এতে ছাত্রীটিও সম্মতি হয়ে লিখিতভাবে জানায়। অথচ হিজবুত তাহেরী ও বাংলাদেশ ছাত্রমুক্তি নামে ছাত্র সংগঠনের ৬০/৭০ ক্যাডার সশস্ত্র অবস্থায় আমার অফিসকক্ষে ঢুকে আমাকে খুঁজতে থাকে। এ সময় তারা আমাকে মুরতাদ ঘোষণা করে মাথা কেটে ফেলার হুমকি দেয়। ভাগ্যক্রমে সেদিন আমি অফিসের কাজে বাইরে ছিলাম। তা না হলে তারা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলত। ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টায় আমি সেদিন প্রাণে বেঁচে যাই। এমনকি তারা ক্যাম্পাসে তাদের সংগঠনের নামে এক অশালীন লিফলেট ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিতরণ করে। ও দিন মৌলবাদী তিনটি পত্রিকায় আমাকে ও আমার স্ত্রী ওই ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. জিনাত হুদাকে জড়িয়ে মিথ্যা বানোয়াট রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ওই ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা আমাকে প্রায়শ প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। অবশ্য ইনস্টিটিউটের সিকিউরিটি অফিসার এ অভিযোগ শাহবাগ থানায় জিডি করেছেন। তিনি আরও বলেন, পুলিশ প্রশাসন আমাকে সহযোগিতা করছে। আমার চলাচলের ওপর কিছু বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়। ফুলার রোডের বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে।